ছড়ায় গড়া সুকুমার

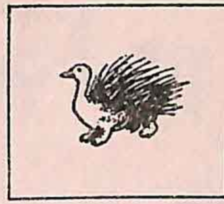
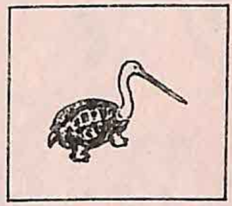
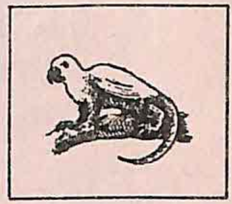
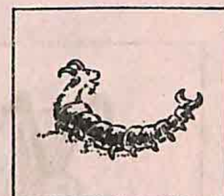
সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত

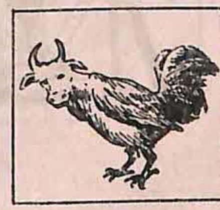


সুকুমার রায়

জন্মশতবর্ষপূর্তি

স্মরণে






বিদ্যামন্দির

বিদ্যামন্দির ৮নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি-৭৩

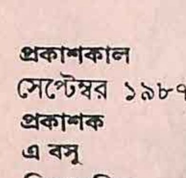
ছড়ায় গড়া সুকুমার



সুব্রত রুদ্র
সম্পাদিত

প্রচ্ছদ-অলঙ্করণ
সত্য চক্রবর্তী

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ১৯৮৭
প্রকাশক
এ বসু
বিদ্যামন্দির
৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০ ০৭৩
মুদ্রক
লোটাস্ লিথো ওয়ার্কস্
৫৯ সুরেন সরকার রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১০



দাম : ১০ টাকা



শুরুর কথা

সুকুমার রায়কে নিয়ে একটি ছড়ার বই করবো অনেক দিনের ইচ্ছে, নানা কাজে হয়ে উঠছিলো না। এবার বেরোচ্ছে সে-বই।

সুকুমারের লেখা চরিত্র, আর তার অবিস্মরণীয় লেখককে ঘিরে চমৎকার সব ছড়া ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো এখানে ওখানে। সংগ্রহ ক'রে, সেইসঙ্গে নতুন আরো লেখা জুড়ে, একটু সাজিয়ে, সবসুদ্ধ পঞ্চাশ জন লেখকের এই সংগ্রহের নাম দেওয়া গেল : 'ছড়ায় গড়া সুকুমার'।

সেপ্টেম্বর ১৯৮৭

সুব্রত রুদ্র

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	আলোক সরকার	বিজয়কুমার দত্ত	কার্তিক ঘোষ	ভবানীপ্রসাদ মজুমদার
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	পূর্ণেন্দু পত্রী	বার্ণিক রায়	অমিতাভ গুপ্ত	রফিক উল ইসলাম
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	নবনীতা দেবসেন	সুব্রত রুদ্র	মায়া গঙ্গোপাধ্যায়
অমিতাভ চৌধুরী	শিবশম্ভু পাল	রবীন সুর	নিশীথ ভড়	অনুপ মুখোপাধ্যায়
কুমারেশ ঘোষ	অমিতাভ দাশগুপ্ত	সামসুল হক	রেবন্ত গোস্বামী	সুমিতা সামন্ত
রাণা বসু	শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	অশোককুমার মিত্র	সরল দে	শ্রাবন্তী বসু
শুদ্ধসত্ত্ব বসু	শিশির ভট্টাচার্য	রথীন ভৌমিক	রাখাল বিশ্বাস	বিপুল চক্রবর্তী
সরিৎশেখর মজুমদার	দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	সাধনা মুখোপাধ্যায়	অভিজিৎ সরকার	অনির্বাণ রায়
সন্তোষকুমার অধিকারী	প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত	মৃত্যুঞ্জয় সেন	অর্ধেন্দু চক্রবর্তী	জয়দেব বসু
শিশিরকুমার দাশ	পবিত্র সরকার	তারাপদ আচার্য	সত্য চক্রবর্তী	নির্যাস বসু

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ধিক্ সুকুমার

তিনি নন শেক্সপীয়র,
লুই ক্যারল অথবা লিয়র ;
যাননি কখনো বাগদাদ, তিনি দেখেননি হনুলুলু ;
শোনেননি লিলিপুটিয়ানদের উলু ;
কখনো সাবান মাখিয়ে সভ্য করেননি তিনি কাফ্রি অথবা জুলু !

তিনি নন ডন কুইক্‌জোট কি গালিভার ;
হারুণ্‌ আল্‌ রসিদের সাথে তিনি করেননি তিমি শিকার !
তিনি শুধু সুকুমার : জন্মেছিলেন বঙ্গে এবং লিখতেন বাংলায়···

তাই ধিক তাকে ! ধিক তোকে ! তাই ধিক সুকুমার রায় !



নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

নাম তাঁর সুকুমার

রামগরুড়ের ছানাকে মারেন
হাসিয়ে কে কোন্ দেশে ?
ছড়ায়-নাটকে-গল্পে ছাড়েন
হাসির তুবড়ি কে সে ?
মনে কার কিছু মালিন্য নেই,
নামধাম জানো তাঁর ?
ধাম তাঁর গোটা বঙ্গদেশেই,
নাম তাঁর সুকুমার ।



কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

নতুন ফুলের গন্ধ

গোমড়ামুখো মানুষগুলো
টেবিল ঘিরে বসে
নিন্দে ক'রে উড়োয় ধুলো
তর্ক করে কসে।

নিজেরা ধোয়া তুলসীপাতা
অন্য সবাই মন্দ
নিজেরাই সব অন্নদাতা
অন্য ভাতে গন্ধ।

এমনি ক'রেই বছর গড়ায়,
দেখা দিলেন সুকুমার রায়;
হাসির তুবড়ি উড়িয়ে দিতেই
দৌড়ে পালায় মন্দ,
এক নিমেষে গুমোট মেলায়,
নতুন ফুলের গন্ধ।



অমিতাভ চৌধুরী

বাবুর বাড়ি ময়মনসিংহ

বাবুর বাড়ি ময়মনসিং
গ্রামের নাম মসূয়া,
ছবি আঁকেন ছড়া লেখেন
রসে রসে রসুয়া।
যেমন বাপ তেমন বেটা
সব ব্যাপারেই কেউকেটা
তিন পুরুষের হ্যাটট্রিক
অন্যে করে অসূয়া।
আজও তিনি বঙ্গে আছেন
ছেলেবুড়োর সঙ্গে আছেন
সকালবেলা বলি—'বঁজুর'
সন্ধেবেলা—'বঁসুয়া'।

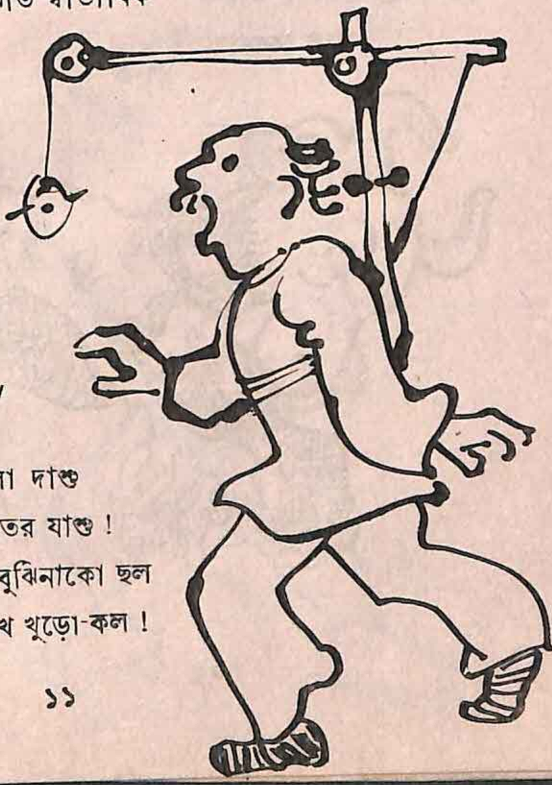


কুমারেশ ঘোষ

আজগুবি মাষ্টার

আজগুবি মাষ্টার
সুকুমার রায়,
এঁকে লিখে দিয়েছিলে
'সন্দেশী' রায়—
অদ্ভুত কিম্ভুত কিমাকার !
সেকালে হাসতে দেখে
সেসব আকার !

হে আজব কবি !
তুমি কি জানতে, পরে
আসবে এদিন—
আমরা যেদিন
হবো তোমার রচনামত 'অতি-স্বাভাবিক'
কিম্ভুত কিমাকার ঠিক !



হে দূরদ্রষ্টা কবি !
আমাদের হবি
আবোল-তাবোল বকা,
আর তাল ঠোকা !
কাজ সবই হ য ব র ল
নেই কোন নিয়ম বা Law

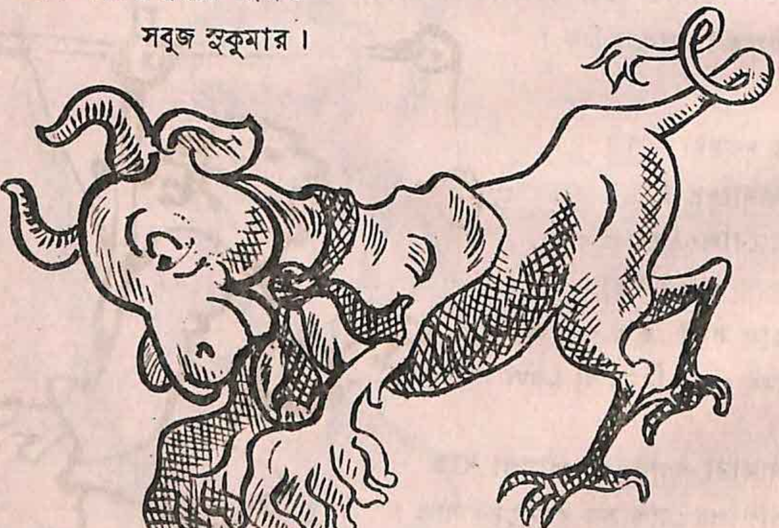
আমারা সবাই যেন পাগলা দাশু
পাগলের বেশে সব বজ্জাতের যাশু !
বোকাও তেমনি, তাই বুঝিনাকো ছল
ছুটে মরি প্রাণে-পণে দেখে খুড়ো-কল !

রাণা বসু

সবুজ সুকুমার

ছন্দ রেখা অবাক্ মিলের
রঙ্গ ব্যঙ্গ নানান জাতের
কে লিখতেন 'সন্দেশ'—এতে
ঘুমতাড়ানী ছড়া ?
থাকত না-নাম ব'লে সেদিন
যায় নি তাঁকে ধরা।

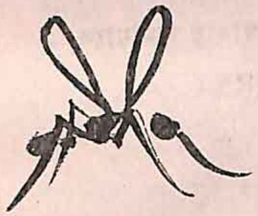
গোমড়ামুখো শিশু-কিশোর
হাসছে প'ড়ে হ য ব র ল
আওড়াচ্ছে আবোল তাবোল
ট্যাঁশ, গোরুতে মারল ঢুঁ
বাধলো ধুষ্কুমার—
একশ বছর পেরিয়ে আজও
সবুজ সুকুমার।

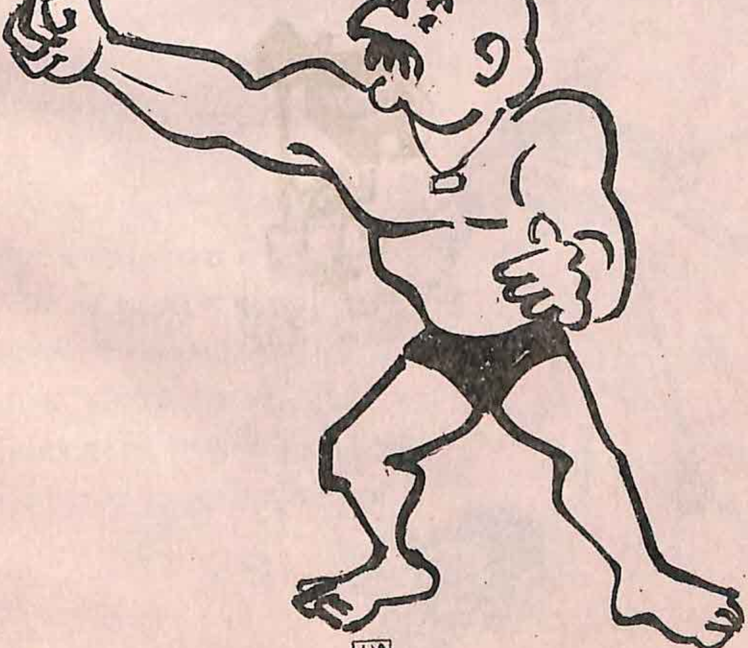


ষষ্ঠিচরণ ও একটি মশা

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

হাতি-তোলা ষষ্ঠিচরণ এইত' সেদিন দিনদুপুরে
একটি চড়ে মারতে মশা রাজার হাটের বিষ্ণুপুরে
যেই না গালে লাগালে চড় ধড় থেকে তার মুণ্ডুখসা
পায়ের তলে। সুকৌশলে অথচ সেই ছোট্ট মশা
উড়ে উড়ে শব্দ জুড়ে ষষ্ঠিবাবুর হাত পা ঘুরে
কামড় দিয়ে সারা দেহে অতি দ্রুত যায় ভাগুরে।
ষষ্ঠি যখন ধমক মারে দালান বাড়ি কম্পমান,
ফুঁয়ের জোরে সহজ করে গরুর গাড়ি চম্পটান।





কিন্তু ছোট মশার ঘায়ে কাহিল হলো পালোয়ানের
দেহখানা, যতই ঢাকা দিক না কেন—আলোয়ানের
ফাঁকে ঢুকে দুষ্টু মশা কামড়ে বসে দুচোখ কাঁপায়,
অকালে ঘুম ভাঙে, ষষ্ঠি মশার কিন্তু নাগাল না-পায়।
সবাই বলে এত বড় পালোয়ানের হলো এ কী
কোথায় গেল সামর্থ্য সব, শক্তি তবে ছিল মেকী ?
ষষ্ঠি বলে—তা নয়, তা নয়, মুণ্ডু আমার মশক-দংশে
খসে গেছে, কারণ জানো ? কুম্ভকর্ণখ্যাত বংশে
জন্ম আমার, অকালে ঘুম ভাঙাও যদি, ব্যস্ হতবল
ষষ্ঠিচরণ, উপঝর্রণ চোখের জলে হয় গতবল !
পিঁপড়ে, মাছি, ছোট্ট মশাও—হারায় আমায় অনায়াসে,
উনিশমণী দেহে তখন দুর্বলতার ফনা ভাসে !



সরিৎশেখর মজুমদার

একটি গবেষণা

সুকুমার লিখিলেন হ-য-ব-র-ল
কিছু কি অর্থ তার হয় সরল ?
ঘাম-মোছা রুমালটি হয় বেড়ালই
নিহিত অর্থ কিছু ?   শুধু হেঁয়ালী ?

সাদা নয়, কালো নয়, টক্‌টকে লাল
কখনো কি দেখিয়াছ এমন বিড়াল ?
'ম্যাঁও' বলি দিলো কেন আদেশ চরম
'চলে যাও তিব্বত' লাগিলে গরম ?
তিব্বত দখলের মাও অভিযান
লাল বিড়ালের মাঝে সেই ছবিখান ?
আগে-ভাগে দেখিলেন রায় সুকুমার ?
রুমালী বিড়ালে বুঝি ইঙ্গিত তার !
সুকুমার লিখিলেন হ-য-ব-র-ল
ধরি শ্লেট-পেন্সিল কাক কহিল :
সময়ের দাম নেই এদেশে মোটে !
কহিলেন সুকুমার কাকের ঠোঁটে।
দেড়-ফুটী বুড়ো এক সবুজ দাড়ি
অবুঝ গল্প ফাঁদে হুঁকোটি নাড়ি
কেন যে উধোর বোঝা বহিছে বুধো
তেরো বছরের টেকো বুড়োকে শুধো।
ব্যাকরণ-বর্জন পাগলামি না ?
ব্যা ব্যা করে শিং নাড়া ছাগলামি না ?
'শিশিমাখা শিখিপাখা আকাশের কান'
—এ যেন হে এ-যুগের আধুনিক গান !



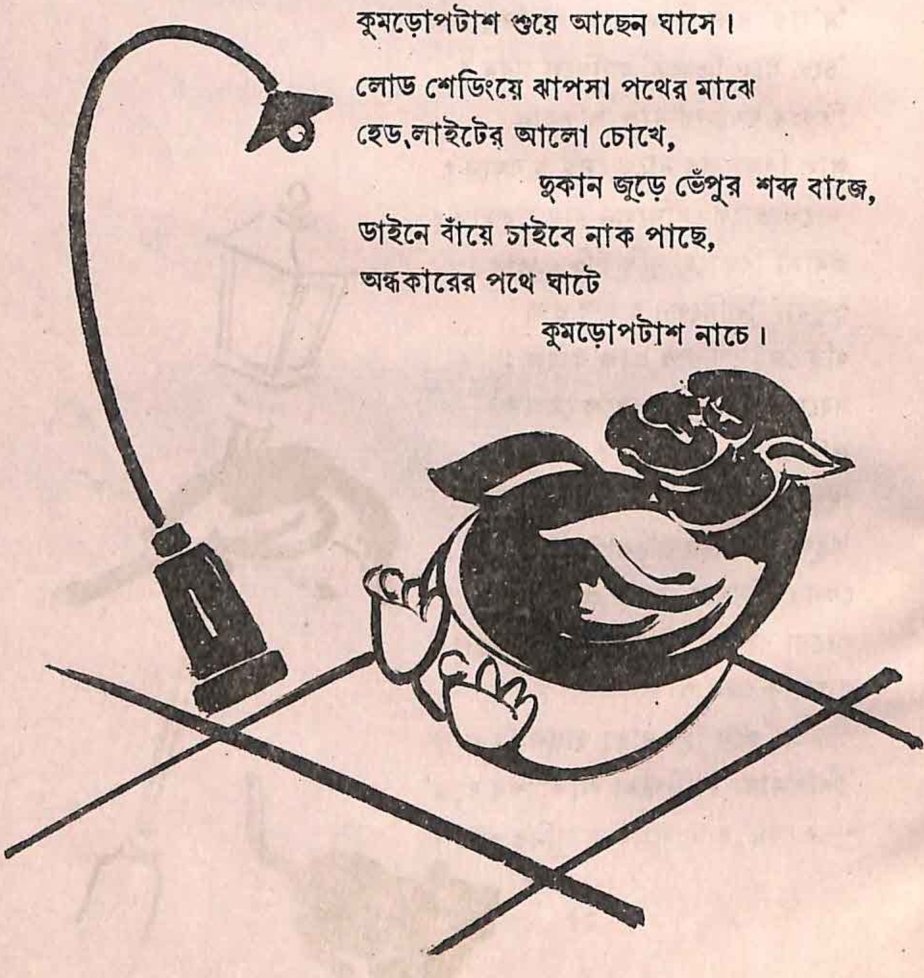
সন্তোষকুমার অধিকারী

কুমড়ো পটাশ

লালদিঘিতে লাল বাড়ী, আর বিধানসভার ছাদে
শুনছি নাকি হঠাৎ এসে
কুমুড়োপটাশ কাঁদে !
চার পা তুলে হট্ট মুলার গাছে
দিগম্বরা হয়ে হঠাৎ
তাই কি সবাই নাচে !

শুনছি, বেহাল আশু মুখোর গোয়াল ?
শিঙের গুঁতো উড়িয়ে দিল
চ্যান্সেলারের চোয়াল ?
বক্তা হাঁকে, বসবেনা কেউ ক্লাসে,
কুমড়োপটাশ শুয়ে আছেন ঘাসে।

লোড শেডিংয়ে ঝাপসা পথের মাঝে
হেড্‌লাইটের আলো চোখে,
দুকান জুড়ে ভেঁপুর শব্দ বাজে,
ডাইনে বাঁয়ে চাইবে নাক পাছে,
অন্ধকারের পথে ঘাটে
কুমড়োপটাশ নাচে।



মন্ত্র

শিশিরকুমার দাশ

উদ্ভটে আর অদ্ভুতে
দুই ঘোড়াতে রথ জুতে
লাফিয়ে উঠে বসলো বীর
রথ নয়তো ধনুর তীর
পৌঁছে গেল এক নিমেষ
শিবঠাকুরের আপন দেশ
নিয়ে গেল খুড়োর ঘর
রথ চললো বোম্বাগড়
বোম্বাগড়ের সজারু
কত রকম মজারু

অদ্ভুতে আর উদ্ভটে
ঘোড়াতো নয়, ভূত বটে,
পিঠে মেরে একশো ঘা
পোষ মানালো এক ওঝা,
ওঝা তো নয়, আলাদীন
বন্দী করে রাখে জীন
ওঝা নাচায় দুই ভূতে
উদ্ভটে আর অদ্ভুতে
ভূত সাধনার তন্ত্র
আবোল-তাবোল মন্ত্র।



হাঁসজারু

রুপো-রঙ বৃষ্টির গুঁড়ো ছমছম আঁধার
তারা রাজকন্যার ঝিকিমিকি ভর রাত্রির বাহার।
হলো মায়া-তরাস দেবদারু
পিটপিট তাকাচ্ছে হাঁসজারু
কিচ্ছু মানিনে, তরী বয়ে যাচ্ছে ঝুমকোলতার।



বাবুরামের চিঠি

সুকুমার বাবু গো
খুঁজে খুঁজে কাবু গো
পেলে তব দরশন
প্রণামের বরষণ।
যে সুখের শেষ নেই
কূল নেই ক্লেশ নেই।
সেই সুখ-ভাণ্ডার
আমি যার কাণ্ডার
তুমি তার উৎসে।
আজ আমি যুত,সে
খাই ক্ষীর দুধ ভাত
নেই কোনো উৎপাত।

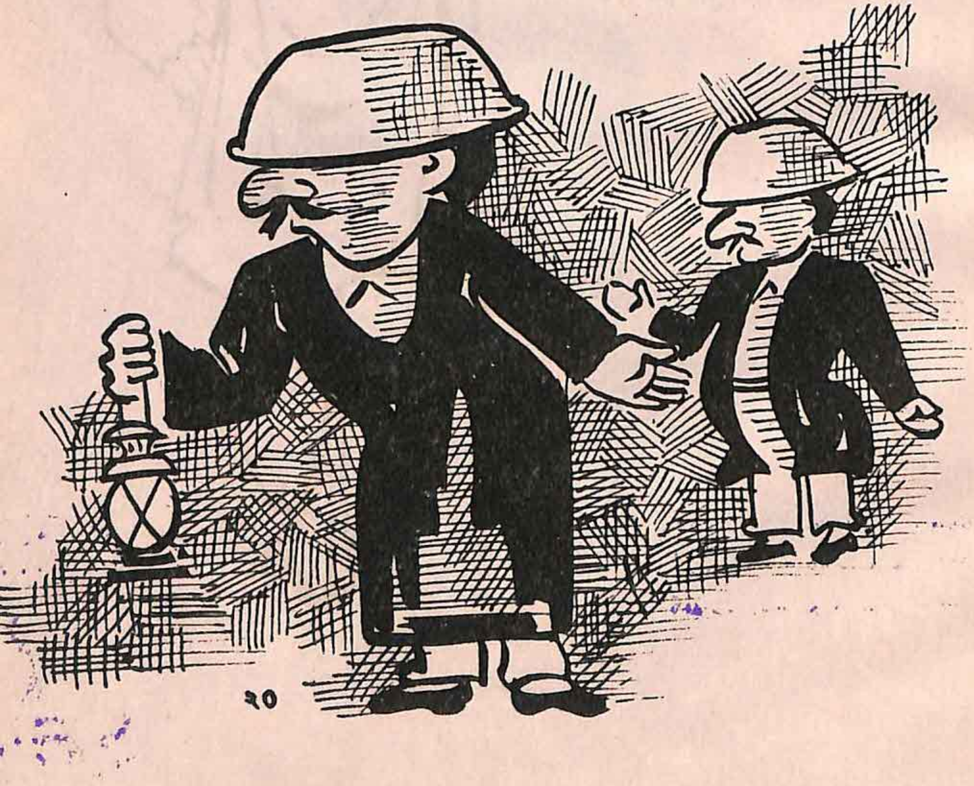


সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শিবঠাকুরের আপন দেশে

ঘুরতে ঘুরতে রাস্তার শেষে
এলেম কোথায় এ কেমন দেশে
ঘুটঘুট্টি রাত হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড়
কারা ঘোরে সব ডাকাত না চোর
হাতে হারিকেন মাথায় গামলা
তবে কি উকিল, তবে কি আমলা
বেড়ালের মুখে শেয়ালের ডাক
জোনাকির পেট ফুলে জয় ঢাক
ডিগবাজি খেয়ে সামনে কে যায়
কারা ঢুঁসো মেরে ছুটছে বেজায়
হেঁকে বলি, দাদা, কোথায় যাচ্ছো
জবাব পেলুম, একুশ হ্যাঁচ্চো !

দিনের আলোয় মন্তর ফুস
সব ঠিকঠাক জ্যান্ত মানুষ
ঘুমোচ্ছে কেউ ঠ্যাং দুটো তুলে
নামতা পড়ছে কেউ কান মুলে
ছেলে হেসে খুন মাস্টার কাঁদে
চিংড়ি পড়েছে বোয়ালের ফাঁদে
গোয়ালার গরু চিড়িয়াখনায়
বাঘের দুধের মিষ্টি বানায়
শুনি ঢুস্ ঢাস্ ধড়াস ধ্যাদ্দো
কুস্তিওয়ালারা লিখছে পদ্য
পালাবো কোথায় রাস্তা পাইনে
ধরা পড়ে গেছি একুশ আইনে।



শিবশম্ভু পাল

সুকুমার ১৯৮৭

রামগরুড়ের ছানা
আহ্লাদে আটখানা
একক দশক বিংশ শতক লোপাট ষোলআনা।

হাসছে না আহ্লাদি
কার সাথে পাল্লা দি'
নেইকো পাগল আবোলতাবোল,
ব্যাঙে মারছে লাথি।
হয়না চুরি গোঁফ
কেউ না বেয়াদব
হেড আপিসের বড়বাবু দ্যাখেন বায়স্কোপ।

ডিস্‌কো টিস্থুম্ টিসিম্
ফূর্তি হরেক কিসিম
পাগলা দাশুর চলাফেরায় স্পাইডারম্যান-ইজ্‌ম।



রাজা

অমিতাভ দাশগুপ্ত

রায় সুকুমার ছড়াবর্দার
নয়। সে
বাতাস তাজা,
তার হুকুমেই
ইঁটের পাঁজায় বাদাম চিবোয়
রাজা।

বোবা জিভকে সে ভাষা দেয়
আর খোঁড়ার দুপায়ে
ছন্দ,
দুষ্টু তুলিতে আকাশে আকাশে
লেপে দেয়
টক গন্ধ।

পাড়া বেপাড়ায়
সব্বাই ডাকে—
স্বপ্নের ফেরিঅলা,
সে এসে দাঁড়ালে
পাগলা মাদলে
কাঁপে আগাপাশতলা।

কেশ,নগরের সরপুরিয়ার
চেয়েও সরেশ, তাজা,
রায় সুকুমার
ছড়াবর্দার নয়। সে
ছড়ার রাজা।



বড়বাবু

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

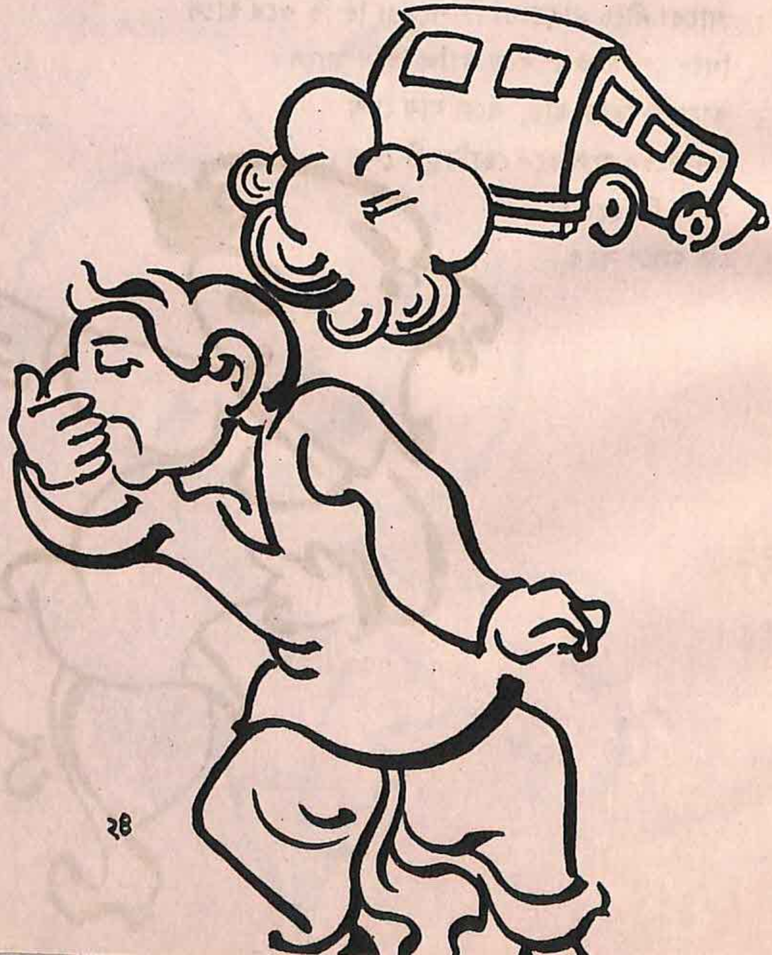
গোঁফ থাকুক না থাকুক বড়বাবু থাকে
সবখানে যান তিনি যে যেখানে ডাকে
একে দেন আলপিন ওকে দেন ডটপেন
সব ব্যাপারেই তাঁর কাজ করে ব্রেন
যে যা চায় পেয়াদাকে ডেকে বলেন—দাও
সরবত চাইলে মালপোয়া খাও—
ফটোকপিয়ারে ছবি রোজ রোজ ছেপে
প্রতিটি চিঠিতে দেন প্রতি খেপে খেপে
বড়বাবু উঠছেন এক এক ধাপ
মেজোবাবু সেজোবাবু বইছেন চাপ
আরো নীচে মানুষেরা পিঁপড়েরা হি-হি করে হাসে
খিদে-পেটে জল-খেয়ে খালি হিসি আসে
কার্পেট ভিজে যায়, জ্বলে যায় দেশ
বড়সাহেব হলে হবে ছোটাছুটি শেষ।
সত্যি কি হবে ?
কে বলবে কবে।



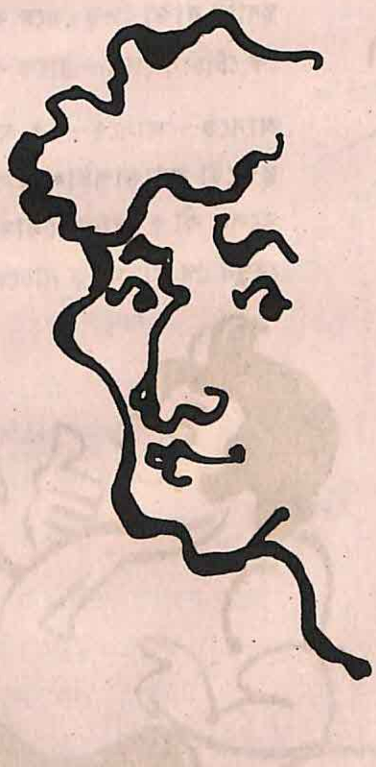
বাড়ি সব বাংলায়

শিশির ভট্টাচার্য

শুনেছ কি বলেছিল সীতানাথ বন্দ্যো
আকাশের গায়ে নাকি টকটক গন্ধ,
টকটক থাকে নাকো হলে পরে বিষ্টি
তখন চাটলে নাকি একেবারে মিষ্টি।
এইকথা লিখছেন সুকুমার একদা
আজকের দিনে ভাবো কত খাঁটি সে-কথা।
আকাশে বাতাসে বিষ যত অনাছিষ্টি
ওৎপেতে ধোঁয়া ধুলো অ্যাসিডের বৃষ্টি।
কত ধোঁয়া উনুনের চিমনীর দুধারের
মিনিবাস বাঘাবাস ভাড়াগাড়ি স্কুটারের।



সক্কলে বাজীরেখে ধোঁয়ারেসে দৌড়ায়
কালো ধোঁয়া রাশি রাশি যত পারে ওগরায়।
ঢেকে দেয় ঘরবাড়ি আসবাব আকাশও
গাছপালা নদীনালা মাঠঘাট বাতাসও।
মানুষের নাকে কানে হৃদয়ে কি ফুসফুসে।
টি বি আর ক্যানসার নয় জ্বর ঘুসঘুসে।
তাই যত পিলেরাম হুঁকোমুখো হ্যাংলায়
এখানেই ভীড় করে বাড়ি সব বাংলায়।



দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

হযবরল

বেতালা মাইকে তেতালা অবধি গমগম—
মিছিল—মিছিল—কে জানে কী কলা-সঙ্গম !
ঠিক বলছে তো ? কলা-পাটি, না কি আর কেউ ?
ওরাই না সভা করছিল কাল পার্কেও ?

গুচ্ছের লোক হেসে পেট ফুলে পাক খায়,
আরো গাদাখানি গড়াগড়ি তারই ধাক্কায় ।
দুধারি রাস্তা ভিড় ভেঙ্গে করে গিজগিজ,
কে চেঁচিয়ে গেল—ট্রাকে বসে হিজবিজবিজ !



আসছে—আসছে—কে আসছে ? উরি ব্বাপ,রি !
দু-দুটো কুমড়োপটাশ জাপড়া জাপড়ি ।
বলেন কী ? দাদা, ভোমা লেগে গেল এইতেই ?
দেখুন গে রামগরুড় নাচছে ধেই-ধেই !



হয়ে গেল ? ব্যাস ! অমনি চক্ষু ঘোলাটে ?
দেখে আসুন গে খুড়ো ছুটছেন কল এঁটে।
ছুটো ছোঁড়া —উদো-বুধো নাকি নাম পড়, পড়,
বিশ থেকে পাঁচ উঠছে-নামছে চড়চড়--

সিলিপ না ! দাদা, ছুজন দেখতে একবার
খোকাবাবু, ফের দেড়ে ছুটি ধেড়ে—দেখবার !
উঁহু ! উঁহু ! উঁহু ! ভুয়ো কে বলল। আমরা
ব্যায়লার ছেলে, ছাড়িয়ে নেবো না চামড়া !

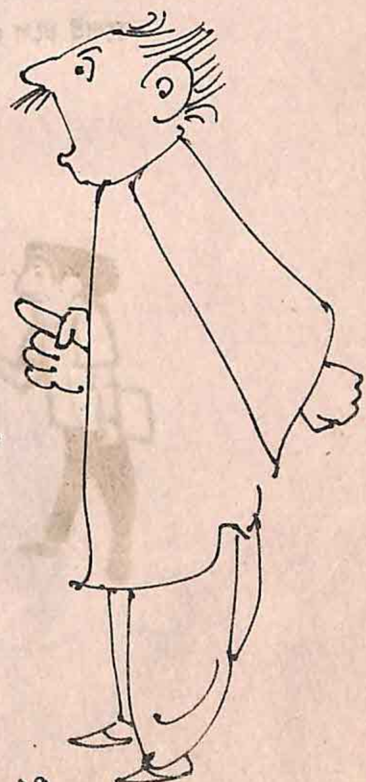
মিছিল—কোথায় মিছিল ? মানুষ থই থই
আসছে—আসছে—অমনি আওয়াজ কই-কই
গুচ্ছের লোক হেসে পেট ফুলে ধপাধপ,
গড়াগড়ি খায় শেষ খাবি খায় কপাকপ, ।

হঠাৎ পটকা ছ্যম্-ফট্ ! মাঝখানটায়
পিটুনি পুলিশ ঢুকে গেছে চালে-ডাণ্ডায়।
ছু মিনিট—ব্যাস্। কেউ নেই, ফাঁকা পথঘাট।
একটা কুকুর, ছুটো খোলা-ফাঁসা পট্‌কা....

ব্যাপারটা কী হে ? জানতে তো হয়, বলে কে !
বললেও সে তো যত বাজে কথা কুলোকের
মনে হয় কোনো নাটকের দল, কী বল !
আমায় মানো তো বলি, নাম 'হ-য-ব-র-ল'।

কেমন ? এবারে মিলছে তো ঠিক ? আরে ভাই,
কত ভাবলুম ডাক দিয়ে বলি যারে পাই
কলা-পাটি ! গলা ফাটালেই হল ছুমদাম !
কী কলা বলত, তাও নয় কথা শুনতাম।

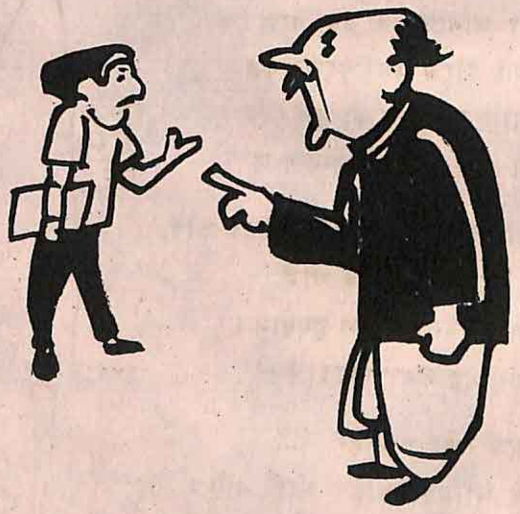
সুকুমার কলা বলেছে বলছ—ফাইন আর্ট !
সে তো সেই থেকে আমিই বলছি—শাহী নাট।
বাদশাহী না গো, বাচ্চাই ! ও মা সে
বললেই হত—এই তো খুলছে ও মানেই।



প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

হেড-অফিসের বড়োবাবু

হেড-অফিসের বড়োবাবুর সঙ্গে হ'লো দেখা।
সুধিয়েছিলাম যাচ্ছো কোথায় একা ?
মেজাজটা খুব শান্ত নয়, নাকি খারাপ খুবই ?
ভরদুপুরে ড্যালহাউসিতে হচ্ছে ভরাডুবি ?
তা ধিনা ধিন তা ধিনা ধিন
তা ধিনা দিন্ দিন্
আপনি আমায় পাঁচশোটাকার
একটা চাকরি দিন।
মেজাজটা যে শান্ত নয়, কী আর আমি করি ?
বলেই চলে গেলেন দূরে, শ্রীমান রাখহরি।



পবিত্র সরকার

সুকুমার রায়কে

আবোল তাবোল বকে, লিখে
হ-য-ব-র-ল,
তোমারও আজ একশো বছর
বয়স কি হল ?

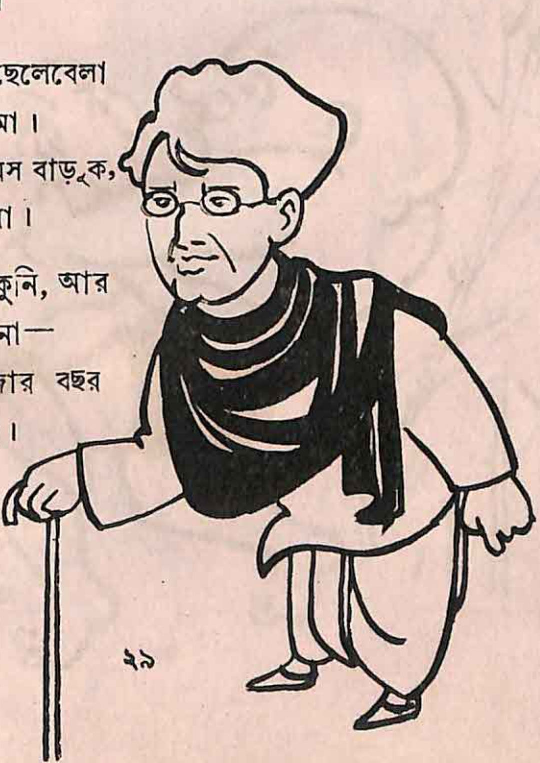
তুমিও যদি বুড়োও, তবে
আমরা কোথায় যাব ?
আবছা রঙিন ছেলেবেলায়
কী করে পৌঁছাব ?

তুমি আমার খেলার বন্ধু,
তুমি আমার মাঠ,
তুমি আমার দৌড়োদৌড়ির
আসর জমজমাট।

তুমি আমার ভাঙা পেনসিল,
মলাট ছেঁড়া বই,
পকেট ভর্তি কাচের গুলি,
টিফিনে হৈ-চৈ।

তোমার কাছে ছেলেবেলা
তাই রেখেছি জমা।
আর সকলের বয়স বাড়ুক,
তোমার শুধু কমা।

চলুক তোমার বকুনি, আর
তাইরে নাই রে না—
একশ বছর, হাজার বছর
পেরিয়ে চলে যা।



অনর্থ বিজয়কুমার দত্ত

হ-য-ব-র-ল আবোল তাবোল
পড়েই সে এক মস্ত গাড়ল
বলল হেঁকে—
"এর মানে কে
বলতে পারে,
দুপুর বেলা বাঁশের ঝাড়ে
ছায়াবাজির কুস্তি চলে?
মজা নদীর মরা জলে
চড়ুই কাকের সভার মাঝে
কাদাখোঁচা পাখী কেন মাছরাঙাদের মতন সাজে?
বয়েস কমে সবার সেথায়
নানান ঋতুর বেতাল হাওয়ায়
হয় যে তা সব কেমন ভাবে—
এই ভেবে কি জীবন যাবে?"



আলোয় ঢাকা অন্ধকার

কোন্ অন্ধকার সৃষ্টির আলো দেখেছিলে মানুষের ভেতরে,
তালে ছন্দে ধ্বনির সুরে বিশ্ব শুধু টেনে ধরে।
ফুলের বুকের গন্ধ নিয়ে নীল আকাশের সূর্য
বুকে জাগায় বেদনার গান নিত্য অনিবার্য।
মাঝে মাঝে তাই মনে হয়, এই জগৎ খেয়াল খুশি
অদ্ভুত কিম্ভূত নিয়মকে সে দেখায় ঘুঁষি।
জেনেছিলে, এ জীবনের মূল গভীরে ছন্দ আছে যার
তারি মধ্যে 'আলোয় ঢাকা অন্ধকার ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।'



ধাঁধা

একটা ছিল বদ্ধ পাগোল
বকতেছিল আবোল তাবোল
বাধিয়ে দিল বাপ,রে যা গোল
—এক্কেবারে ছিষ্টিছাড়া !
একটাই তার প্যাংলা ছেলে
তার মাকে আর তাকে ফেলে
পাগলা কোথায় সট্‌কা দিলে
—জন্মের শোধ দিষ্টিছাড়া !
দিষ্টিছাড়া হলেন বটে
কিন্তু রেহাই নেইকো মোটে
নাকটি গলায় সব্বো ঘটে
চাদ্দিকে তাঁর মিষ্টি ছড়া !
জবাব ঃ
মানিকবাবুর বাবা,
উপেনবাবুর পুত্র—
হাত বাড়ালেই পাবা
যাবেন তিনি কুত্র ?



দূষণ

রবীন সুর

মনে পড়ে বলেছিল সীতানাথ বন্দ্যো
আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ।
এখনও আকাশ আছে—নেই তার ছন্দ :
বিষ মেঘ, হাওয়া নেই, বৃষ্টিও বন্ধ।

গাছপালা যত আছে কেটে ফেলে যক্ষ
এখন নিজেকে ভাবে দেবতার সমকক্ষ।
দেখে শুনে রাবণের পরমাণু দম্ভ
সারা দেশে যত রাম সব হতভম্ব !

শিকে ছিঁড়ে কোনদিন যদি হয় বৃষ্টি
অ্যাসিডের ক্ষয় শুধু যতো অনাসৃষ্টি !
আলসার হাঁফানিতে বেড়ে যায় কষ্ট
বাঁদরের হাতে পড়ে পৃথিবীটা নষ্ট।

বাতাস শুঁকোনা আর পেয়ে যাবে অক্কা
মরণের হাতে ব্যাট মারে খালি ছক্কা।
আকাশ চেটোনা আর—মানুষের রক্ত
ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ে, বেঁচে থাকা শক্ত।
আহা আজ সীতানাথ বেঁচে নেই, রক্ষে—
এই শুনে কতো ব্যথা হত তার বক্ষে।



মুখের বুরুশ

সামসুল হক

বাবুরাম সাপুড়ের নাতনির নাতনি
খাচ্ছিলো টকঝাল আকাশের চাটনি
সে সময় ঝোলভরা ট্যাঁশগরু আর
কুমড়োপটাশভরা বড়ো এক ভাঁড়
হাতে নিয়ে এসে যায় সুকুমার রায়
ছুটো ছায়া ফাঁদে তার কাঁধের খাঁচায়।

বাবুরাম সাপুড়ের ঠাকুমার খুড়ি
টের পেলো তার গোঁফ হয়ে গেছে চুরি
ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্ কাঁদে খুড়ি হায় রে
'ফুটস্কোপ' দিয়ে খোঁজে যদি পাওয়া যায় রে
খুড়িমার গোঁফ দিতে হুশ, এসে যায়
কাঁকড়ার দাঁড়া হাতে সুকুমার রায়।

বাবুরাম সাপুড়েরা আর কী কী চায়
নোটবই হাতে বলে সুকুমার রায়

বাবুরাম সাপুড়ের একশো পুরুষ
হাসার জন্যে চায় মুখের বুরুশ

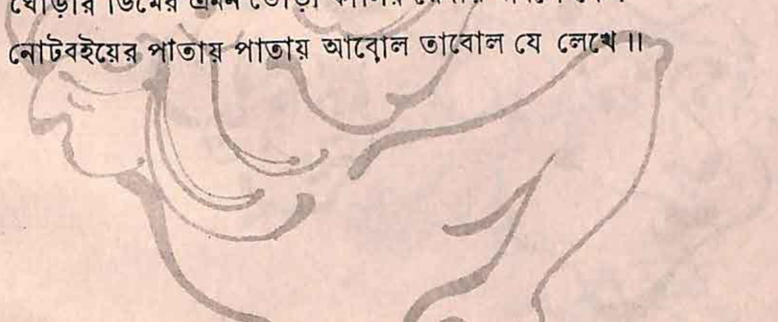


অশোককুমার মিত্র

ঘোড়ার ডিমের তোড়া

দ্যাখতো ভোলা দুয়ার খোলা আবোল তাবোল আদলে
গান কে জোড়েন গ্রীষ্মকালের, এমন ভরা বাদলে ?
বাদল বেলার আকাশটারই ঠিক যে কেমন গন্ধ
সে কথা কি জানিয়েছিলেন শ্রী সীতারাম বন্দ্যো ?
হুঁকো-মুখো হ্যাংলা নাকি মুচকি হাসি হাসে !
বাংলাদেশের হাওয়ায় এখন এ সব কথা ভাসে ।
অভয়-দেওয়া সেই বুড়ো কি মুগুরখানা হাতে,
শিং নেড়ে ফের গিন্নি ডাকেন, নয় ছেলে তাঁর সাথে ?
ফুটস্কোপেতে মাপেন ঘিলু কেউ কি মাথা ঘামিয়ে,
বুঝিয়ে বলার বায়না ধরেন পথের লোকও থামিয়ে ?
আহ্লাদী বোন তিনজনা কি পাল্লাটি দ্যায় আজও,
হিঃ হিঃ হাসে, পড়ে থাকে দরকারী কাজও ?
কন্যাদায়-গ্রস্থ পিতা গঙ্গারামের খোঁজ
পেলেন যখন, জমবে বটে বিয়ের জবর ভোজ ।
খুড়োর কলে পড়ল ধরা দেশ বিদেশের লোকে
হেড অফিসের বড়বাবু পাগল গোঁফের শোকে ?
ট্যাশ গরু কি আসল গরু ? কেউ বলে সে পাখি—
হাত দেখিয়ে নন্দ এবার পটল তোলে নাকি !

ঘোড়ার ডিমের এমন তোড়া কালির রেখায় বাঁধলে কে !
নোটবইয়ের পাতায় পাতায় আবোল তাবোল যে লেখে ।।

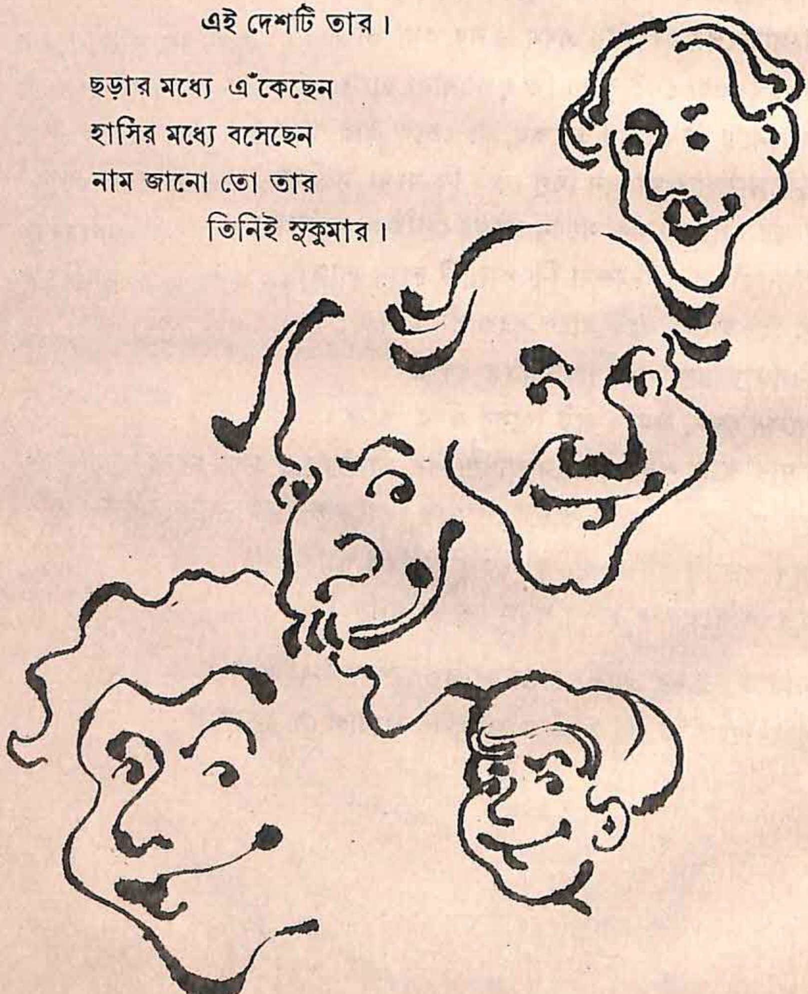


রথীন ভৌমিক

ছড়ার মধ্যে

যে দেশেতে থেকেছেন
ছড়ার মধ্যে এঁকেছেন
সটান বুকে দেখেছেন
এই দেশটি কার
থাক বা না থাক বুদ্ধি ঘটে
এই দেশটি তার।

ছড়ার মধ্যে এঁকেছেন
হাসির মধ্যে বসেছেন
নাম জানো তো তার
তিনিই সুকুমার।



পাগলা দাশুকে

সাধনা মুখোপাধ্যায়

কোন্‌ জল খেতে ভাল গন্ধ না শুঁকে,
জিজ্ঞেস করে দ্যাখো পাগলা দাশুকে।
আসল নামটি তার বুঝি দাশরথি,
অঙ্ক মগজে ঢোকে সহজেই অতি।
ফন্দি হাজারো তার আছে যে মাথায়,
ভোমরার মতো যেন চক্কর খায়।
কত কাল কেটে গেল দাশুটা খ্যাপাটে,
পার্ট ভুলে গিয়ে যেন আজও জিভ কাটে।
বিরাট বাক্সে কী যে ভরা আছে তার,
দেখতে কৌতূহল হয় বারবার।
দাশুটা যখন হল কোথায় উধাও,
খুলে দেখা গেল লেখা, 'কাঁচকলা খাও।'
পাঁচিলে দাশুর এই হিহি-হিহি-হাসি,
থাকবে তা টাটকাই হবে না তো বাসী।

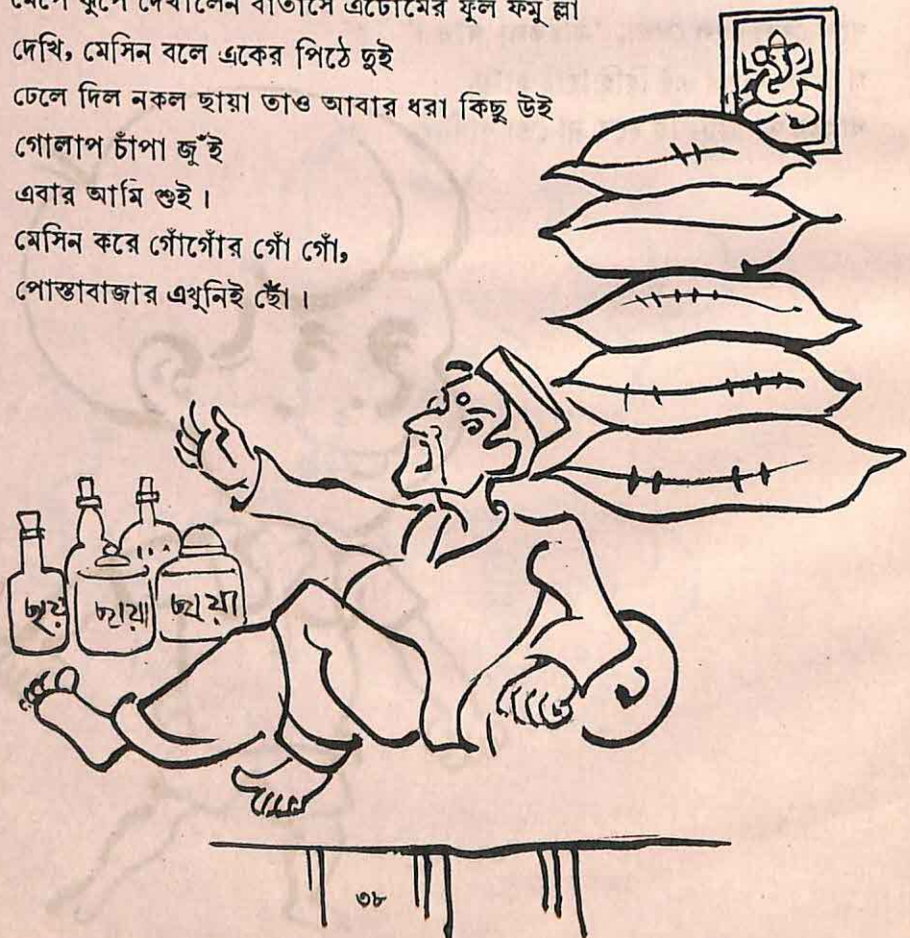


মৃত্যুঞ্জয় সেন

চোদ্দ আনা শিশি

শুনেছি নাকি দেশ বিদেশে চলছে এটোম রান্না
হুজুগ বুঝে মেতে যেতে পড়শিরাও কম যান না।
মশলা বলে লাগছে নাকি হরেক রকম ছায়া,
চালান যাচ্ছে আঁধার রাতে এপথ ওপথ ভায়া।
রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া বড্ড বেশী দাম ;
বলছে লোকে ভেজাল বলে চলছে না আর কাম।
আসল ছায়ার দাম বেড়েছে, চলছে টানাটানি
নকল ছায়ার ব্যবসা করেন FERA-য় কারনানি।

এই কথাটা বললেন বৈঠকে এটাশে তুতুলতর্ল্লা,
মেপে ঝুপে দেখালেন বাতাসে এটোমের ফুল ফর্মুল্লা
দেখি, মেসিন বলে একের পিঠে দুই
ঢেলে দিল নকল ছায়া তাও আবার ধরা কিছু উই
গোলাপ চাঁপা জুঁই
এবার আমি শুই।
মেসিন করে গোঁগোঁর গোঁ গোঁ,
পোস্তাবাজার এখুনিই ছোঁ।



দেখতে পেলুম পোস্তা গিয়ে মস্ত বড় ভিড়,
ছায়া বেচার ব্যবসা ফেঁদে বসে আছে গঙ্গারাম বীর।
হাঁকছে ডেকে ন্যায্য দাম, চোদ্দ আনা শিশি,
বয়েম থেকে বের করছে নদের খুদে পিসি।

চোদ্দ আনা কোথায় পাবো ভাবছি মনে মনে,
খুদে পাঠক হঠাৎ দেখি ঢুকে গেল আবোলতাবোল বনে
আমিও সুড়ুৎ ঢুকে দেখি অট্টহাসি কাঁপানো
পাতায় পাতায় নরম ছায়া সাবধানে সব সাজানো।
স্পষ্ট করে লেখা আছে, পাক্কা নতুন একেবারে দিশি
ধরতে পারলে মজা অনেক, অবাক দিবানিশি !



তারাপদ আচার্য

আজগুবিরা মিলতে পারে

আজগুবিরা মিলতে পারে
কল্পনা সব সয়
খাঁটি কথা লিখে রাখি
কেউ তো খাঁটি নয়।
রায় সুকুমার খাঁটি বটে
খাঁটি ভাষার টান
একশো বছর এমন কি আর
'অবাক জলপান'!

দিনের সবুজ রাতের কালো
ছন্দে মিশে যাই
সুখের সাথে দুঃখ মেলে
এমন ভাষা চাই।



একাই আছেন তিনি

কার্তিক ঘোষ

কত কি তো পালটেছে
কিন্তু সকাল,
এখনো তেমনি আছে
যা ছিল সে কাল !
বদলেছে কলকাতা,
ছড়ার দুপুর···
গল্পের মেঘ কোথা
টাপুর টুপুর !
খুঁজে খুঁজে সারা হই
কই সে কেতাব···
হাততালি ছিল যার
শুধুই খেতাব।
রুমালটা হয়ে যায়
বেড়াল তো ঠিক,
দাশুটা তেমনি আছে
হাসে ফিক ফিক !

অথচ চোখে যা পড়ে
কোথায় অমিল....
চোদ্দর চার নামে
হাতে পেনসিল !
পালটেছে কত কিছু,
তবু সোর গোল....
এখনো তেমনি সেরা
আবোল-তাবোল !
এমন রাজার মান
কজন বা পায় ?
একাই অছেন তিনি,
সুকুমার রায় ॥

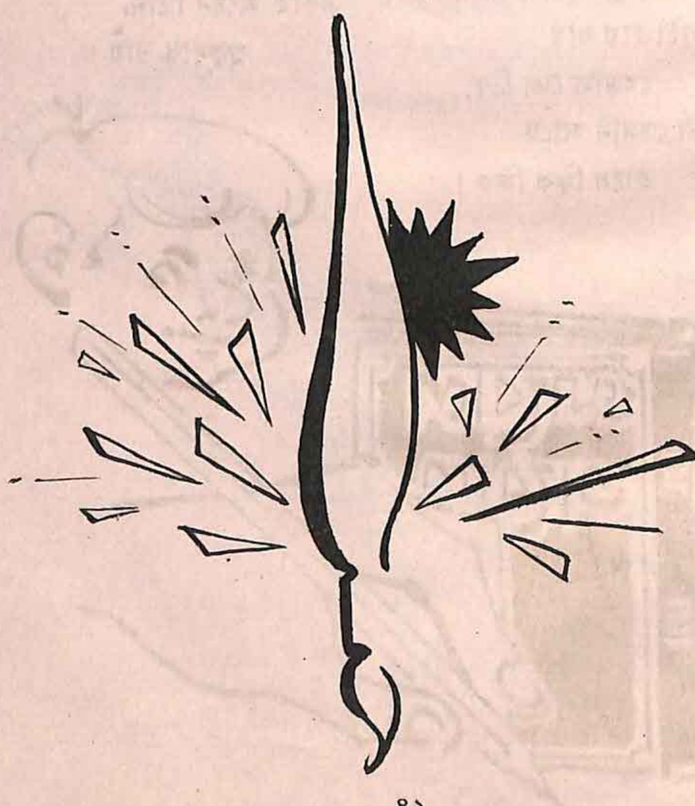


অমিতাভ গুপ্ত

শ্রীশ্রী শব্দকল্পদ্রুম

শব্দ ওঠে ঝাকিয়ে
আলো-বাতাস বাঁকিয়ে
ছিলেন সে এক আঁকিয়ে
স্রষ্টা সুকুমার

আলোর দিকে তাকিয়ে
হাওয়ার দিকে তাকিয়ে
বলেন, 'কোথায় রাখি এ
বৃক্ষ চমৎকার !'



সুব্রত রুদ্র

হাসতে হাসতে আসছে তাতা

হাসি খুশি টুনি মনি তাতা
ছোট্ট, একটা গাছের কটা পাতা

তিন বোন তিন ভাই
হাসছো-যে সব্বাই ?

হাসতে হাসতে আসছে তাতা
ভবতুলাল খুলছে খাতা !



নিশীথ ভড়

ভাবায় কিন্তু হাসায়

সুকুমার রায়
একটু ভাবায়
বড়োদের
কিন্তু হাসায়
ছোটদের
সুকুমার রায়

গোমড়া যে বসে থাকে
দাও সুকুমার তাকে
মুখেতে ফুটবে হাসি
বলবে সে ভালোবাসি
পাগলা দাশুকে আর
তোমাকেও সুকুমার।



সুকুমার রায়

রেবন্ত গোস্বামী

আবোল তাবোল খেয়াল সুরে
ছোট্ট বড়র জগৎ জুড়ে
একঘেয়েমি তালকাটা
ধাঁইধপাধপ তবলাটা
বাজছে আজও, বাজবে কাল
মত্তমাদল আজব তাল।
আজগুবীণায় সুর মজার
বাজাচ্ছে—
রায় সুকুমার।
গল্প ছড়ার এই জগতে
আনল হঠাৎ উল্টোরথে
নাইকো মানে নাইকো সুর—
কুমড়ো পটাশ রাম গরুড়।
অসম্ভবের ছন্দেতে
উঠল মোদের মন মেতে।
ঝালাপালার ধুন্ধুমার
বাধায় কে?—
রায় সুকুমার।



হলদে সবুজ ওরাং ওটাং
চেনার বেড়া ভাঙল পটাং।
রুমাল যেথা বেড়াল হয়,
পান্তভূতেও নেইকো ভয়।
যে বোঝে না হিজিবিজি—
নো অ্যাডমিশন, ভেরি বিজি।
যে বোঝে তার মুক্তদ্বার—
দ্বারী যে—

রায় সুকুমার।

দেখিয়ে দিল কোনটা খাঁটি—
সন্দেশ, না সাজিমাটি।
থোড় বড়ি আর বড়ি থোড়
ঘনায় যখন ঘুমের ঘোর—
ঝনন্ ঝনন্ ভাঙায় ঘুম
শুনিয়ে শব্দ কল্পদ্রুম।
হাসতে মানায় এই হাওয়ায়
পাচ্ছে হাসির ঝড় বওয়ায়
রেলের গাড়ি তেলের ভাঁড়—
কার গুণে ?—

রায় সুকুমার।



রসের রাজা

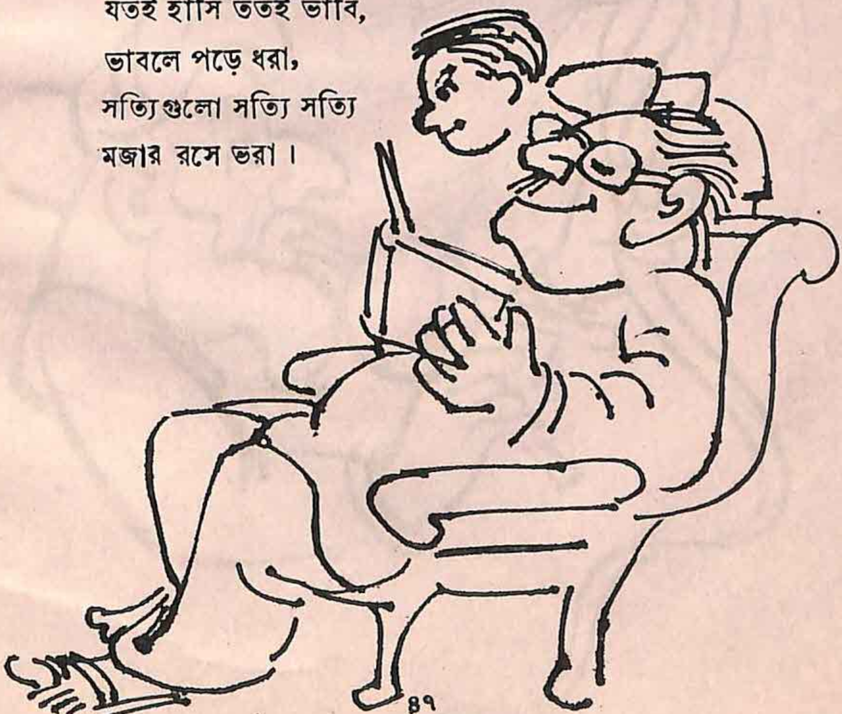
সরল দে

রায়বাড়িতে জ্বলছে আজো
তিন পুরুষের ধ্বনি,
মধ্যিখানে রায় সুকুমার
রসের রাজা উনি।

খুদে পাঠক হেসে গড়ায়
ধুঁদে পাঠক মজেন,
ফোকলা বুড়োদাদু চোষেন
হাস্যরসের লজেন।

রস-চোবানো রসগোল্লা
তিন দিনে টক-বাসী,
ছিল যেমন আছে তেমন
সুকুমারের হাসি।

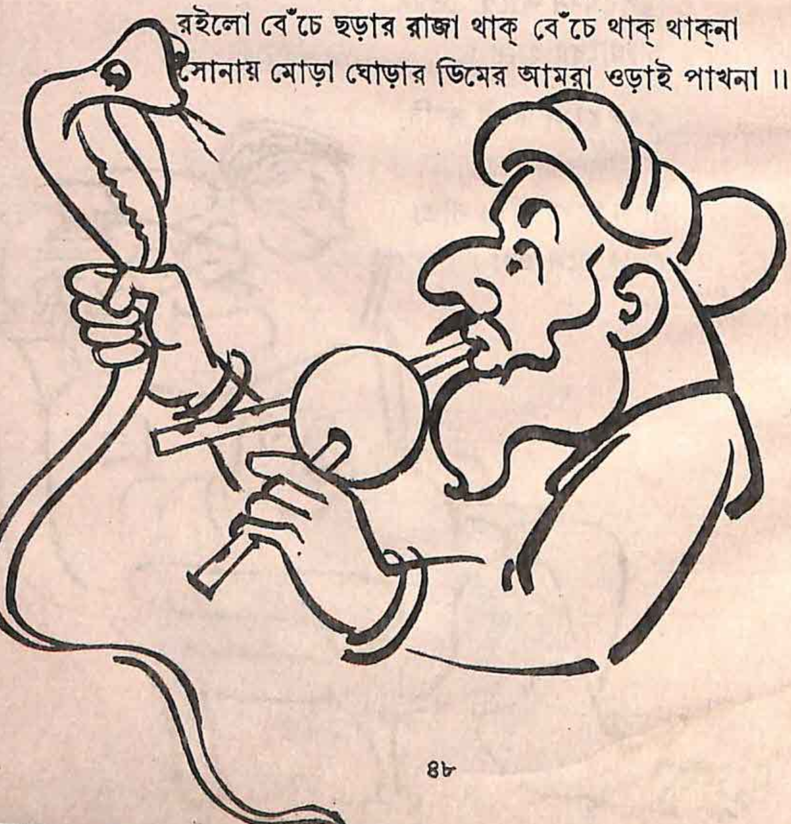
যতই হাসি ততই ভাবি,
ভাবলে পড়ে ধরা,
সত্যিগুলো সত্যি সত্যি
মজার রসে ভরা।



ছড়ার রাজা

খাল বিশ্বাস

মিষ্টি কথায় ভাসিয়ে দিলেন সৃষ্টিকে তার কে সে
আজগুবি সব গল্পগুলো নদীর কাছেই মেশে
মিশতে গিয়েই বাঁক ফেরানো শিশুর মুখের হাসি
আলোক রেখায় দুলতে থাকে সুর হারানোর বাঁশি
চমকে উঠেই থমকে থাকি ঠিক যেন এক গানে
নইলে কি আর মজার কাছে সাঁতরে যাওয়ার মানে
বুঝতে পারি সত্যি তারি আবোল তাবোল ছন্দে
বাংলা দেশের আকাশ জুড়ে সেই সে সুরের গন্ধে
কেউ বা মাতে হল্লোড়ে আজ কেউ করেছে নৃত্য
সেই বাবুরাম সাপ খেলানো ভাসায় সকল চিত্ত
কার সে কলম যখন তখন ফুল ফোটাবার খেলা
খেলতে গিয়েই মেলতো জানি মন রাঙানোর বেলা
ঠিক বেলা নয় সারা জীবন সোনালি সম্ভারে
সেই তিনি এই বুকের ভিতর, ভিতর বারে বারে
রইলো বেঁচে ছড়ার রাজা থাক্ বেঁচে থাক্ থাক্না
সোনায় মোড়া ঘোড়ার ডিমের আমরা ওড়াই পাখনা ॥



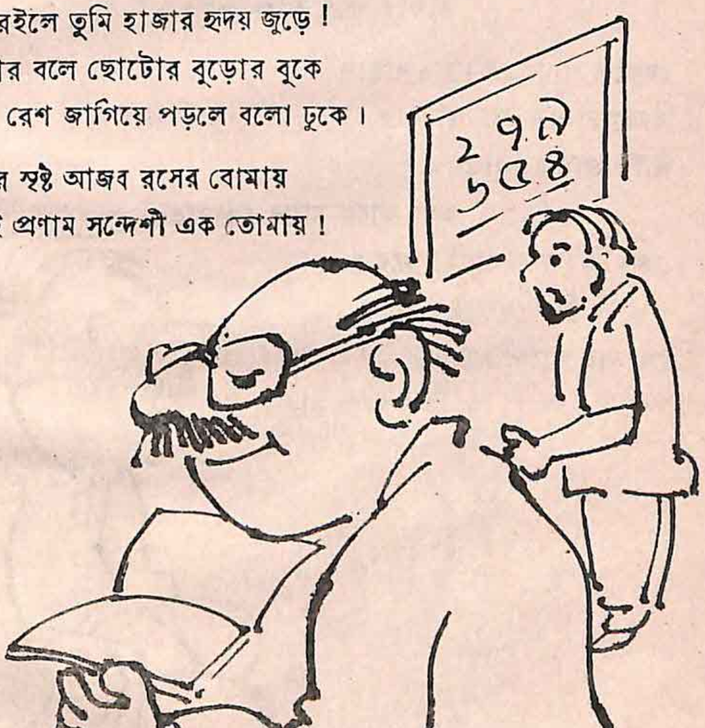
শতবর্ষে

অভিজিৎ সরকার

নানান গন্ধ ছন্দ দিয়ে নানান ছড়া গড়া
মিষ্টি ছড়া সৃষ্টি তোমার, কেউ বা স্বাদে কড়া !
আজগুবি যা আজ খুবই তা হচ্ছে প্রিয় সবার
'আবোল তাবোল' সবাই পড়ে ছয় সাত আট ন'বার !
অঙ্ক স্যারও লুকিয়ে নাকি 'পাগলা দাশু' পড়েন
মিললে হাতে 'চীনে পটকা' সাধ্য কি তার নড়েন ?

জীবন শিল্পী, জীবন থেকেই হাস্য এনে খুঁড়ে
বিলিয়ে দিয়ে রইলে তুমি হাজার হৃদয় জুড়ে !
কেমনতর মায়ার বলে ছোটোর বুড়োর বুকে
ভালো লাগার রেশ জাগিয়ে পড়লে বলো ঢুকে ।

যত হর্ষ তোমার সৃষ্ট আজব রসের বোমায়
শতবর্ষে জানাই প্রণাম সন্দেশী এক তোমায় !



শ্রীসুকুমার রায়

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

কেউ হাসে না হাসতে মানা
চুপটি ক'রে গুটিয়ে ডানা
করছে রে ভাই তা-না না-না
শুনছ তো হে বুঝছ কিছু ?

ভাবছ পাগল ? তাকাও পাশে
তাকাও ঝিলে তাকাও ঘাসে
চুপটি ক'রে ভাদ্র মাসে
তাকাও ঘুরে আগু-পিছু।

দেখতে পাবে গোঁফের বাহার
রাজ্য চালান এক জমিদার
খাকি জামার দুর্ব্যবহার
বলব কাকে মানুষ কোথায় ?

কেউ কি তাকে গ্রাহ্যি করে ?
সুরসুরি দিই পেলেই ধ'রে
শোনাই তাতে তারস্বরে
শ্রী সুকুমার রায়।



দেশের রাজা কুমড়োপটাশ

সত্য চক্রবর্তী

একুশ আইন আছে দেশে
মানে না আইন কেউ
সবাই চলে ইচ্ছে মতন
বইছে স্বাধীনতার ঢেউ।

খিদের মুখে আগুন জ্বেলে
খুড়োর কল লাগাও পিঠে
বলছে নেতা মিনার তলে ঃ
বক্তৃতা খাও বেজায় মিঠে।

অকারণে চেঁচায় কারা
গেঁাফ যায়নি চুরি ?
চুরি হয়েছে হাসি শুধু
আকাশ ছিঁড়ে ঘুড়ি।



দেশের রাজা কুমড়ো পটাশ
মন্ত্রিরা সব কিম্ভূত
আমলারা সব হুঁকোমুখো
প্রজারা সব ঝিম্-ভূত।

আবোল তাবোল বকেন
ফসকে গেলে চাল
নোট বইতে লেখেন আকাল
সাঙ্গ হলো কাল।



সম্রাট ও জাদুকর

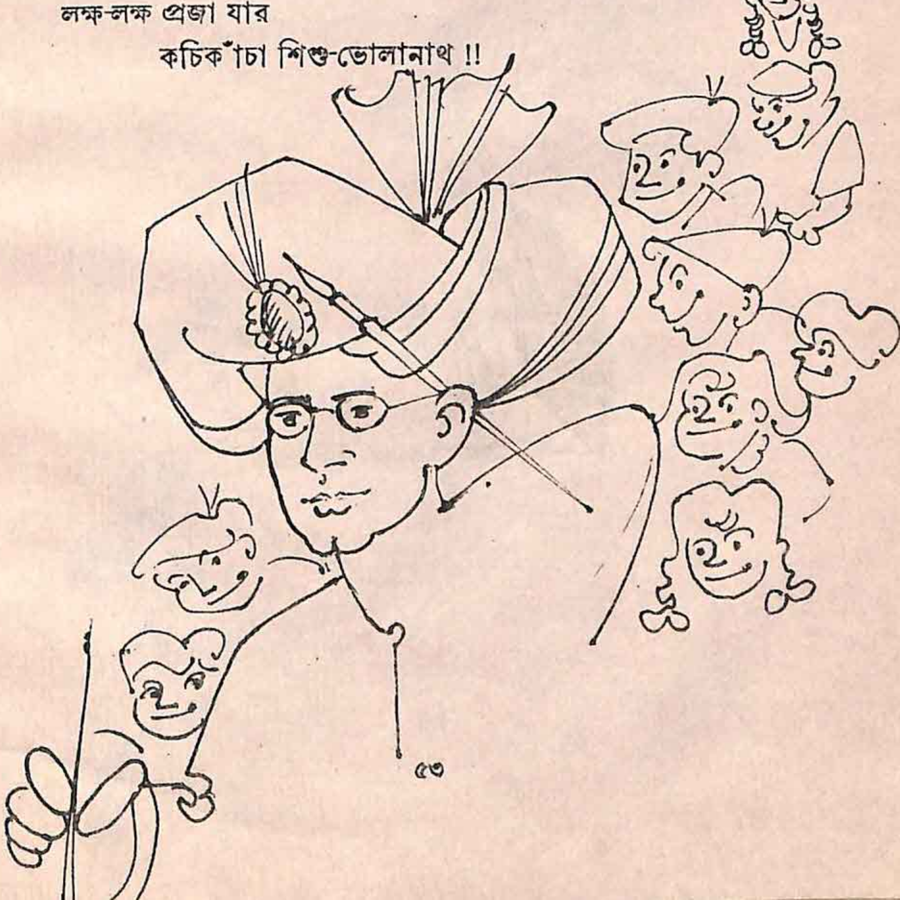
ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

ঘোড়া নেই, হাতি নেই
কোনও মাতামাতি নেই
একফোঁটা নেই রাজ্যপাট !

ছড়া দিয়ে গেঁথে মালা
সাজিয়ে খুশির ডালা
ছড়াকার হয়েছে সম্রাট !!

সম্রাটের সৈন্য নেই
তবু দুঃখ-দৈন্য নেই
কি দিয়ে সে করে বাজীমাত, ?

কী ঐশ্বর্য আছে তার
লক্ষ-লক্ষ প্রজা যার
কচিকাঁচা শিশু-ভোলানাথ !!



সম্রাটের ছিল খালি
রঙ-তুলি, পেন্-কালি
আর ছিল মায়াময় মন !

ঢেলে স্নেহ-ভালোবাসা
জ্বেলে বুকে আলো-আশা
ভরালো সে হৃদয়ের কোণ !!

জাদু ছিল দু'টি-হাতে
মমতা মিশিয়ে তাতে
বোলালো সে ছোটদের গা'য় ।

কে সম্রাট জাদুকর
ভক্ত যার আপামর—
প্রণাম হে, "সুকুমার রায় !!"



হাঁসজারু আর বকচ্ছপের রাজ্যে

হাঁসজারু আর বকচ্ছপের রাজ্যে তিনিই রাজা
ভাঙেন গড়েন ইচ্ছেমতন ; পিকু কিংবা তুতুল
তাঁর তুলিতেই রাঙিয়ে নেয় সাত-ভুবনের পুতুল..........

সোনারকাঠি রূপোরকাঠি হারিয়ে আবার খোঁজা
তেপান্তরের গহন বনে, ভোমরা যখন হিম
দৈত্যপুরীর মাথায় নাচুক পারিজাতের দিন...........

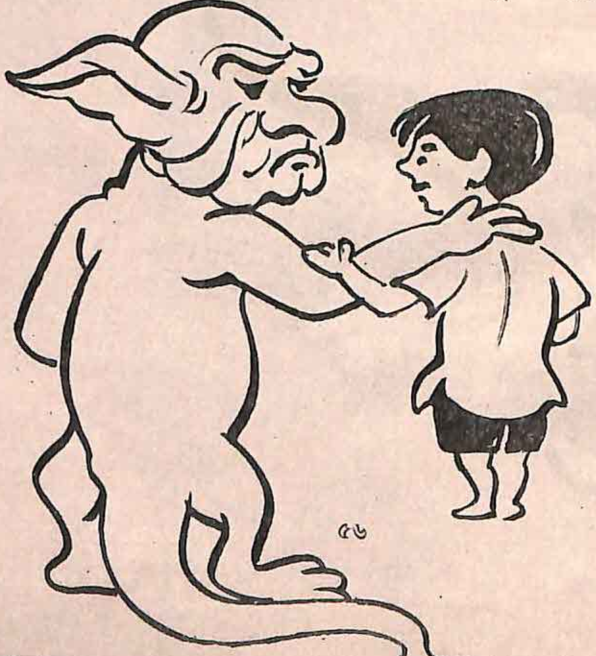


সুকুমার রায়

মায়া গঙ্গোপাধ্যায়

চারপাশের এই হুনিয়াটা
বাঁধা কাজের চাকায়,
কাজ ভোলা মন মাঝে মাঝেই
এদিক ওদিক তাকায়।
যাদুকাঠির পায় সে ছোঁয়া
তোমার বইএর পাতায়,
খেয়ালরসের আবোলতাবোল
মনটাকে যে মাতায়।
দরকারের ঐ বেড়ার ফাঁকে
সে এক দখিন হাওয়া,
আজগুবি ওই কল্পলোকে
স্বপনতরী বাওয়া,
হঠাৎ বুকে দোহুল দোলায়
দমকা খুসির নাচ,
প্রাণের কোণে পায় যে খুঁজে
একটু সবুজ গাছ।

বোম্বাগড়ের রাজার দেশে
সহজে দেয় পাড়ি,
রামগরুড়ের ছানার সাথেও
হয়না তখন আড়ি।
হুপুরবেলায় গাছের ছায়ায়
এলিয়ে বসে সুখে,
হঠাৎ দেখে, রুমাল কোথায়
বেড়াল যে টুকটুকে !
সাতহুগুণে চোদ্দর চার
পেন্সিলটা হাতে,
পাতায় পাতায় প্রাণটা কেবল
ছুটির নেশায় মাতে।
বয়স তখন বাড়তি তো নয়,
কমতি হয়ে আসে,
প্রাণের কোণে পাগলাদাশু
মুচকি হাসি হাসে।



মানে বিহীন ক্ষ্যাপার গানে
হঠাৎ দিয়ে সাড়া,
সেই ভুবনে ক্ষণে ক্ষণে
মন পেতে চায় ছাড়া।
পাকাচুলের মধ্যে যে এক
লুকিয়ে থাকে অবুঝ,
তার ছুনিয়া রাখলে ক'রে
চিরদিনের সবুজ।



অনুপ মুখোপাধ্যায়

ভীষ্মলোচন

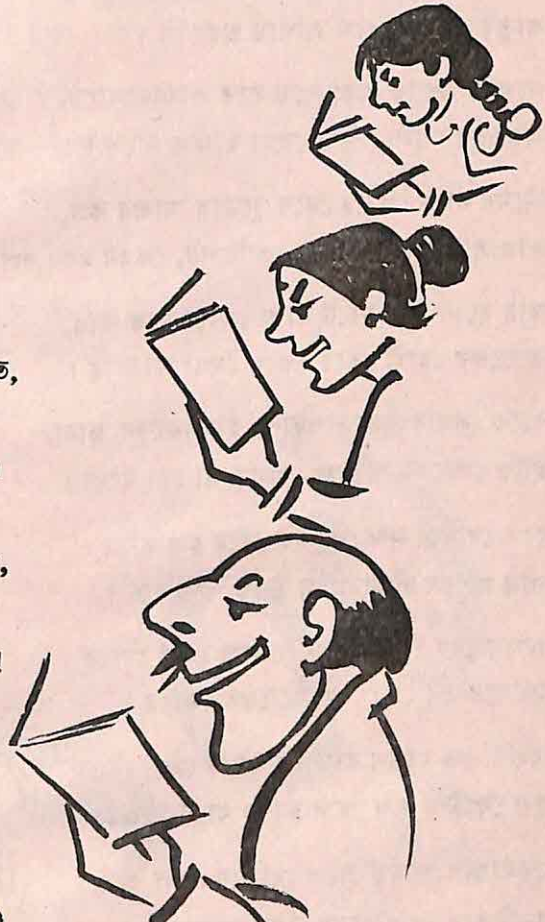
এ যুগের যত ভীষ্মলোচন
সাধ্য কার, থামায় কে ?
ডিস্কো গানের গেলায় পাঁচন
রাত্রি-দুপুর মাইকে !
ডাকতে কি কেউ পারো নাকো
পাগলা ছাগল ভাইকে ?



সুমিতা সামন্ত

সুকুমার স্মরণে

দাও হাসি রাশি রাশি
সবাকার তরে,
দাও ছড়া ঘড়া ভরা
দুটি হাত ভরে।
আনো সুর ভরপুর
কবিতার ছন্দে,
করে প্রাণ আনচান
নাটকের গন্ধে।
কত মজা সোজা সোজা
কাহিনীর মাঝেতে,
কত ভাষা বাঁধে বাসা
চিত্রের সাজেতে।
ঢালো খুশি বসি বসি
দিবসে ও যামেতে,
ভুলে যাই দুখ তাই
সুকুমার নামেতে!





সুকুমারের আজব জগৎ

শ্রাবন্তী বসু

সুকুমারের আজব জগৎ দেখবি যদি আয়,
উদ্ভট সব কাণ্ড সেথায়, ভাবলে হাসি পায়।

হেড অফিসের বড়বাবুর গোঁফ হয়ে যায় চুরি,
কাতুকুতু বুড়ো এসে লাগায় সুড়সুড়ি।

পাগলা জগাই একা লড়ে সাত জার্মান সাথে,
অষ্টপ্রহর বালিশ বাঁধা সেথা রানীর মাথে।

নিমেষ মাঝে পৌঁছে দেবে খুড়োর আজব কল,
তার সামনে ঝোলে চপ, কাটলেট, কেমন মজা বল ?

কাঠ বুড়ো কাঠ চাটে মাথা জোড়া টাক তার,
কাগজের রোগী কেটে শেখে সেথা ডাক্তার।

থাকে সেথায় কুমড়োপটাশ, রামগরুড়ের ছানা,
হাতি লোফেন ষষ্ঠিচরণ, শুনবে না তো মানা।

হাত দেখিয়ে নন্দ গোঁসাই কেঁদে হল সারা,
গান জুড়লে ভীষ্মলোচন উল্টে পড়ে ধরা।

গঙ্গারামের হাঁড়ির খবর শুনলে মাথা ঘোরে,
সৎপাত্র তবু সে যে কংসরাজের জোরে।

এমনি কত মজার ব্যাপার ঘটছে সেথা নিত্য,
ফুল ফোটার শব্দ শুনে চমকে যাবে চিত্ত।

সুকুমারের আজব দেশে বেড়িয়ে এলে তবে,
মনটি হবে সবুজ সরেস, শিশু বুড়োর সবে।



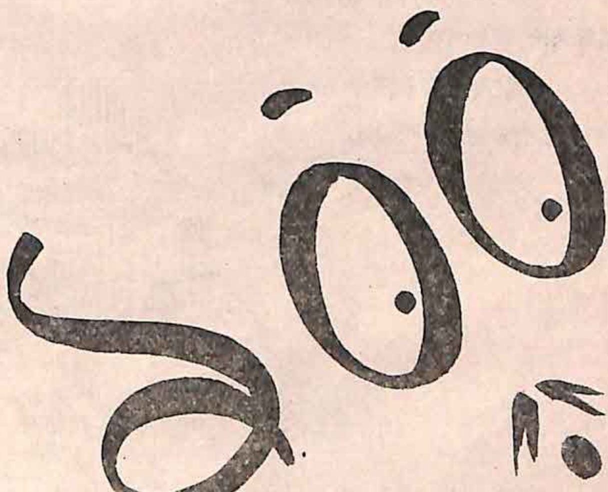
একশো বছর পর

বিপুল চক্রবর্তী

ছড়া ছড় ছড় ছড় ছড়
ছড়া ছড় ছড় ছড় ছড়
ছড়া একশো বছর আগে
ছড়া একশো বছর পর

তবু হাতের ছোঁয়ায় কার
ছড়া সবচেয়ে সুন্দর
তিনি ছড়ার সুকুমার
আজো একশো বছর পয়

ছড়া ছড় ছড় ছড় ছড়
ছড়া ছড় ছড় ছড় ছড়....



আবোল তাবোল

অনির্বাণ রায়

আয়রে খোকা শুঁটকিশোঁকা
কুমড়ো পটাশ নাচিয়ে আয়,
আয়রে জগাই ভাবনা তো নাই
পাগলা দাশু তাই তো চায়।
আজ এখানে একশো গানে
হিজিবিজবিজ দিচ্ছে সুর।
গঙ্গারামের মন আরামে
যায় ভেসে যায় কোন সুদূর।
আয় ব্যাঁকা-মন ঘুচিয়ে কাঁদন
বাগিয়ে নাচন তাধিন্ ধিন্,
আয় প্যালারাম ভীষ্মলোচন
গোমড়াঘোচন বাজিয়ে বীণ্!
আজ বুঝি চাল নয়কো বেতাল
শ্রীসুকুমার রঙ্গেতে—
রইল প্রণাম তার পরিণাম
আবোল তাবোল ছন্দেতে ॥



জয়দেব বসু

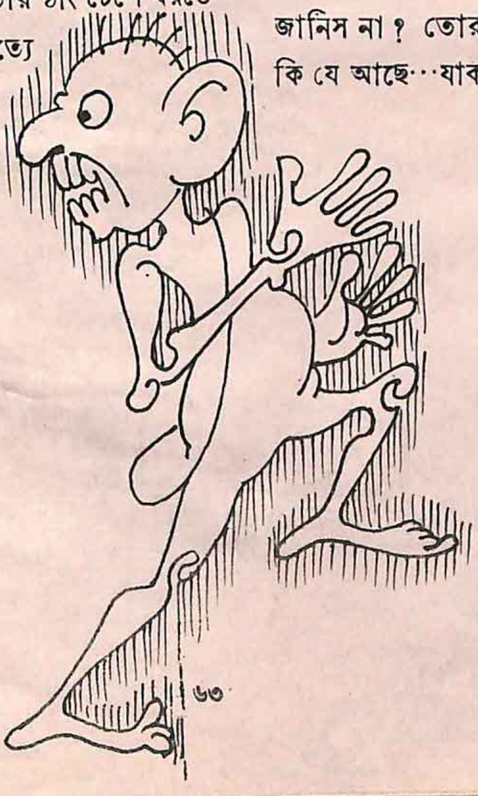
ভূত পাঠক্রম

পান্তভূতের জ্যান্ত
ছানায় ডেকে আনতো
আচ্ছা করে চটকে
ঘাড়খানা দিই মটকে
পড়ায় ফাঁকি, খেলা
কেবল সারা- বেলা
এক্ষুনি আয় কাছে
হট্টমূলার গাছে
থুম্ মেরে বোস কানে
ঠ্যাং বেঁধে এই- খানে

বল দেখি, যেই মনিষ্যি
ভূতকে ভাবেন—ও নস্যি
মাঝরাত্তিরে তার ঠাং চেপে ধরতে
কে দিয়েছে হত্যে

কিংবা যখন ওঝা
পিটিয়ে করে সোজা
ফিরতি পথেই তার ঘাড় ভেঙে খেতে
ক'জন পেরেছে যেতে

বামুন ভূতের পইতে
কে পারেনি সইতে
কে লিখেছে ভূতাঞ্জলি, আর
কে পেয়েছে মামদো পুরস্কার
জানিস না ? তোর ভাগ্যে
কি যে আছে···যাকগে....



নির্যাস বসু

অদ্ভুত আজগুবি

'হ-য-ব-র-ল' 'আবোল তাবোল'
অদ্ভুত আজগুবি
লেখার মাঝে ছেলে-বুড়ো
সবাই রসে ডুবি।
মজার কলম, মজার তুলি
সমান হৃদয় স্পর্শে,
সুকুমার রায় শ্রদ্ধা জানাই
জনম শতবর্ষে।

